অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা

২০১০ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা

(২০১০ খ্রিস্টাব্দ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪
২।	সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, মেয়াদকাল এবং চুক্তির সময়সীমা	৪
৩।	নীতিমালার সংশোধন/সংযোজন	৪
৪।	বিনির্দেশ	৪
৫।	সংজ্ঞা	৫-৬
৬।	সংগ্রহ উৎস	৬
৭।	সংগ্রহ কেন্দ্র	৬
৮।	লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়	৬
৯।	সংগ্রহ পদ্ধতি	৬-৭
	(ক) ধান	
	(খ) গম	
	(গ) চাল	
১০।	চাল কলের মিলিং ক্ষমতা	৭
১১।	চাল বরাদ্দ	৭
১২।	মূল্য পরিশোধ	৮
১৩।	কর্তন	৮
১৪।	বস্তা ব্যবহার	৯
১৫।	সরজ্ঞাম ও প্রচার	৯
১৬।	সংগ্রহের হিসাব ও প্রতিবেদন প্রেরণ	৯
১৭।	তদারকি পদ্ধতি	৯
১৮।	ধান মিলিং ও পরিবহন	১০
১৯।	সময়সীমা বর্ধিতকরণ	১১
২০।	জামানত অবমুক্তি	১১
২১।	সীমাবদ্ধতা	১১
২২।	সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি	১১-১২
	(ক) জাতীয় কমিটি	
	(খ) বিভাগীয় কমিটি	
	(গ) জেলা কমিটি	
	(ঘ) উপজেলা কমিটি	
২৩।	নিয়ম্এণ কক্ষ	১৩
২৪।	পরিশিষ্ট-'ক', 'খ' ঃ মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় পদ্ধতি	১৪-১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
www.fd.gov.bd
e-mail: info@fd.gov.bd

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা - ২০১০ খ্রিঃ

২০০৫ সালে প্রনীত অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালাকে আরো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধনক্রমে বর্তমান নীতিমালা জারী করা হলো ।

১। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

(ক) উৎপাদক কৃষকদের মূল্য সহায়তা প্রদান ।
(খ) **খাদ্য**শস্যের বাজারদর যৌক্তিক পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা ।
(গ) খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা ।
(ঘ) সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সরবরাহ অব্যাহত রাখা ।

২। **খাদ্য**শস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ মূল্য, সংগ্রহের মেয়াদকাল এবং চালকলের সংগে চাল সংগ্রহের চুক্তির সময়সীমা মৌসুম ভিত্তিক বিজ্ঞাপিত হবে ।

৩। নীতিমালায় প্রয়োজনবোধে যে কোন অনুচ্ছেদ সংশোধন/সংযোজন কিংবা বিয়োজনের এখতিয়ার সরকার সংরক্ষণ করে। যে কোন অনুচ্ছেদ কিংবা অংশ বিশেষ শর্ত সংশোধন/সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা হলে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে ।

৪। **সংগ্রহযোগ্য খাদ্যশস্যের বিনির্দেশ ঃ** (এফ.এ.কিউ)

(ক) চাল ঃ

বিনির্দেশ		চাল	
		সিদ্ধ	আতপ
ক)	আর্দ্রতা	১৪% সর্বোচ্চ	১৪% সর্বোচ্চ
খ)	বড় ভাংগাদানা	৮% সর্বোচ্চ	১২% সর্বোচ্চ
গ)	ছোট ভাংগাদানা	২% সর্বোচ্চ	৮% সর্বোচ্চ
ঘ)	ভিন্ন জাতের চালের মিশ্রণ	৮% সর্বোচ্চ	৮% সর্বোচ্চ
ঙ)	বিনষ্টদানা	১% সর্বোচ্চ	১% সর্বোচ্চ
চ)	মরাদানা	১% সর্বোচ্চ	১% সর্বোচ্চ
ছ)	বিবর্ণ দানা	১% সর্বোচ্চ	১% সর্বোচ্চ
জ)	ধান প্রতি কেজিতে	১% সর্বোচ্চ	২% সর্বোচ্চ
ঝ)	বিজাতীয় পদার্থ	০.৩% সর্বোচ্চ	০.৩% সর্বোচ্চ
ঞ)	খড়িময় দানা	-	১% সর্বোচ্চ
ট)	অর্ধসিদ্ধ	১% সর্বোচ্চ	-
ঠ)	ছাঁটাই	উত্তম	উত্তম

(খ) ধান ঃ

বিনির্দেশ	
ক) আর্দ্রতা	১৪% সর্বোচ্চ
খ) বিজাতীয় পদার্থ	০.৫% সর্বোচ্চ
গ) ভিন্নজাতের ধানের মিশ্রন	৮% সর্বোচ্চ
ঘ) অপুষ্ট ও বিনষ্ট দানা	২% সর্বোচ্চ
ঙ) চিটা	০.৫% সর্বোচ্চ

(গ) গম ঃ

বিনির্দেশ	
ক) আর্দ্রতা	১৪% সর্বোচ্চ
খ) বিজাতীয় পদার্থ	২% সর্বোচ্চ
গ) কুঁচকানো ও অপুষ্ট দানা	১০%
ঘ) বিনষ্ট দানা	২%
-	-

৫। **সংজ্ঞা ঃ**

(ক) সিদ্ধ চাল ঃ ছাঁটাইয়ের পূর্বে ধানের ষ্টার্চকে পূর্ণ বা আংশিক আঠালো করার উদ্দেশ্যে ধান পানিতে ভিজিয়ে ও গরম বাষ্পে সিদ্ধ করে শুকানোর পর ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(খ) আতপ চাল ঃ ধান শুকিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করে যে চাল পাওয়া যায়।

(গ) আর্দ্রতা ঃ প্রাকৃতিকভাবে ধারণকৃত শস্যদানার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ।

(ঘ) আস্ত দানা ঃ যে সকল দানার দৈর্ঘ্য চালের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশ বা তদুর্ধ।

(ঙ) বড় ভাংগা দানা ঃ যে সকল ভাংগা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যর ১/৪ অংশ বা তদুর্ধ কিন্তু ৩/৪ অংশের নিম্নে।

(চ) ছোট ভাংগা দানা ঃ যে সকল ভাংগা দানার দৈর্ঘ্য আস্ত দানার গড় দৈর্ঘ্যর ১/৪ অংশ বা তদুর্ধ কিন্তু ১/২ অংশের নিম্নে।

(ছ) ভিন্ন জাতের চাল ঃ যে সকল জাতের আস্ত বা ভাংগা দানা সংগ্রহযোগ্য চালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের চালের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

(জ) ভিন্ন জাতের ধান ঃ যে সকল জাতের আস্ত সংগ্রহযোগ্য ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নামকরণকৃত নির্দিষ্ট জাতের ধানের আকার ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে দৃশ্যতঃ ভিন্ন।

(ঝ) বিনষ্ট দানা ঃ (চাল/গম/ধান) ঃ যে সকল আস্ত বা ভাংগা দানা কীটাক্রান্ত অথবা পানি, ছত্রাক বা অন্য কোন উপায়ে দৃশ্যতঃ বিনষ্ট হয়েছে।

(ঞ) মরা দানা ঃ যে সকল আস্ত বা ভাংগা দানা কালো বর্ণের।

(ট) বিবর্ণ দানা ঃ যে সকল আস্ত বা ভাংগা দানার স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।

(ঠ) বিজাতীয় পদার্থ (চাল) ঃ চালের দানা এবং ধান ব্যতিরেকে অন্যান্য দ্রব্যাদি ।

(ড) বিজাতীয় পদার্থ (গম) ঃ গমের দানা ব্যতিরেকে মিশ্রিত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

(ণ) খড়িময় দানা (আতপ চালের ক্ষেত্রে) ঃ যে সকল আস্ত বা ভাংগা দানার অর্ধেক বা ততোধিক অংশের বহিরাবরণ খড়িমাটির ন্যায় সাদা বর্ণের।

(ত) অপুষ্ট দানা ঃ যে ধানের দানা স্বাভাবিকের চেয়ে কম পুষ্ট ।

(থ) কূঁচকানো ও অপুষ্ট দানা (গম) ঃ যে সকল গমের দানা স্বাভাবিকের চেয়ে কম পুষ্ট ও বিভিন্ন কারণে কূঁচকিয়ে গেছে ।

(দ) অর্ধসিদ্ধ ঃ কম সিদ্ধ হওয়ার কারণে যে সকল দানার মাঝখানে গোলাকৃতি সাদা রং বিদ্যমান ।

(ধ) উত্তম ছাঁটাই ঃ ধান হতে তূষ, কুঁড়ার বহিরাবরণ ও অভ্যন্তরীণ আবরণ দূরীভূত হলে যে চাল পাওয়া যায়, কিন্ত ঐ চালের দানার দৈর্ঘ্য বরাবর কুঁড়ার অভ্যন্তরীণ আবরণের অংশ বিশেষ অনধিক ৫% দানায় থাকতে পারে ।

(ন) চিটা ঃ যে ধানের অভ্যন্তরে চাল নেই ।

(প) এল.ইউ.এ ঃ লোডিং/আনলোডিং এ্যাডভাইস **(বোঝাই/ খালাস নির্দেশ)** যা খাদ্য গুদামে পণ্য গ্রহণ/খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বিলি-বিতরণ/প্রেরণ কাজে ব্যবহৃত হয় ।

(ফ) ডবিউকিউএসসি (WQSC) ঃ ওজন, মান ও মজুদ সনদ (Weight,Quality and Stock Certificate) । এটা খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য পরিশোধের কাজে ব্যবহৃত হয় ।

(ব) সিএসডি ঃ সেন্ট্রাল ষ্টোরেজ ডিপো (Central Storage Depotঃ - CSD)

(ভ) এলএসডি ঃ লোকাল সাপাই ডিপো (Locsl Supply Depotঃ-LSD)

(ম) এফ এ কিউ ঃ ফেয়ার এভারেজ কোয়ালিটি (Fair Average Quality -FAQ)

৬। **সংগ্রহ উৎস ঃ**

সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে মৌসুম ভিত্তিক ধান ও গম সংগ্রহ করা হবে । কৃষক সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সময়ে সময়ে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে । নীতিমালায় বর্ণিত (সংযুক্ত পরিপত্র অনুযায়ী) প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন এবং চাল উৎপাদনে নিয়োজিত (সচল) বৈধ লাইসেন্সধারী মিলারদের নিকট থেকে চাল সংগ্রহ করা যাবে ।

৭। **সংগ্রহ কেন্দ্র ঃ**

খাদ্য বিভাগের আওতাধীন এলএসডি/সিএসডি সমূহে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে হবে । সাধারনতঃ সংগ্রহের জন্য কোন অস্থায়ী ক্রয় কেন্দ্র খোলা যাবে না কিংবা কোন গুদাম ভাড়া করা যাবে না । গুদাামে জায়গার অভাব হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে পরিচালক চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে খাদ্যশস্য অন্যত্র স্হানান্তর করতঃ সৃষ্ট খালি জায়গায় খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যাবে । কোন খাদ্য গুদামের অনুকূলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যাবে না ।

৮। **লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় ঃ**

কোন উপজেলায় সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে, সে ক্ষেত্রে সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা সংগ্রহ কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা ক্রয় কেন্দ্র সমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে পারবেন। উক্ত পরিবর্তন/সমন্বয় সম্পর্কে সংশিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখতে হবে। যদি এক জেলা হতে অন্য জেলায় লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে হয়, সে ক্ষেত্রে সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব জেলায় যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা নেই অথবা আরো যে পরিমাণ ক্রয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তা জেলা সংগ্রহ কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ তদানুযায়ী স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে আন্তঃজেলা লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করবেন এবং খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন। আন্তঃবিভাগ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের প্রস্তাব বিবেচনা করে খাদ্য অধিদপ্তর সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সকল স্তরের সমন্বয়ের বিষয় খাদ্য অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখবে।

৯। **সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ**

(ক) **ধান ঃ** ''আগে আসলে আগে ক্রয় করা হবে'' ভিত্তিতে কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয় করতে হবে। কোন ব্যবসায়ী বা ফড়িয়ার নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। অধিকসংখ্যক কৃষককে সরকারের নিকট ধান বিক্রয়ের সুযোগদানের লক্ষ্যে একজন কৃষকের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ০১(এক) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ৪০/৭০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে: টন পরিমান ধান ক্রয় করা যাবে। একজন কৃষক উলিখিত সর্বোচ্চ পরিমাণ ধান কিস্তিতেও বিক্রি করতে পারবেন। তবে তিনি কোন কিস্তিতে ০১ (এক) বস্তার কম বিক্রয় করতে পারবেন না। কোন কৃষক খাদ্য গুদামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান নিয়ে আসলে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় ধান শুকিয়ে ও ঝেড়ে বিনির্দেশ সম্মত করে বুঝিয়ে দিবে।

(খ) **গম ঃ** ''আগে আসলে আগে ক্রয় করা হবে'' ভিত্তিতে গম ক্রয় করতে হবে। প্রতিবারে একজনের নিকট থেকে সর্বনিম্ন ১(এক) বস্তা পরিমাণ অর্থাৎ ৫০/৮৫ কেজি এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মেঃ টন গম ক্রয় করা যাবে। যে কেউ বর্ণিত সর্বোচ্চ পরিমাণ পর্যন্ত গম এক বা একাধিকবারে বিক্রি করতে পারবেন। তবে তিনি কোন কিস্তিতে ০১ (এক) বস্তার কম বিক্রি করতে পারবেন না। কেউ খাদ্য গুদামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিনির্দেশ বহির্ভূত গম নিয়ে আসলে নিজ খরচ ও ব্যবস্থাপনায় গম শুকিয়ে ও ঝেড়ে বিনির্দেশ সম্মত করে বুঝিয়ে দিবে।

গ) ধান ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি প্রয়োজন বোধে একজন কৃষকের নিকট হতে সংগ্রহতব্য সর্বোচ্চ পরিমান {০৩ (তিন) মে:টন} কমিয়ে পুণ:নির্ধারণ করতে পারবে।

(ঘ) চাল ঃ

(১) চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ০১-০৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের খাম/শাখা-১৩/সংগ্রহ-৬/০৩/৬৪ নম্বর স্মারকে জারীকৃত চাল ক্রয়ের চুক্তির মডেল অনুসরণে চাল সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০০৮" এর আওতায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন উৎপাদনে নিয়োজিত (সচল), বৈধ চালকল লাইসেন্সধারী আগ্রহী মিলারদের নিকট থেকে চুক্তি সম্পাদন করে চাল ক্রয় করতে হবে। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মিলারদের আবেদন পত্রসহ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন। দ্রুততার সঙ্গে চুক্তিপত্র সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

(২) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক চালকলের পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী প্রাপ্য চালের সংগ্রহ মূল্যের ২% জামানত এবং চুক্তির আওতায় সরবরাহযোগ্য চাল বস্তাবন্দীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তার মোট মূল্য একবারে আলাদা দুইটি পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করবেন। সরকার ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নোটিশ জারী করবেন। উক্ত সময় সীমার মধ্যে কোন মিল মালিক চুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হলে গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সংগ্রহ মৌসুমের অবশিষ্ট সময় ঐ মিলের সংগে আর চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না। যে সকল মিলের বয়লার ও চিমনী নেই সে সকল হাস্কিং মিলের সংগে সংগ্রহের

জন্য চুক্তি করা যাবে না। চালকল মালিকগণকে বাজার থেকে ধান ক্রয় করে মিল প্রাঙ্গনে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষে চাল প্রস্তুত করতে হবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনবোধে দেশের যে কোন অঞ্চল থেকে নির্ধারিত পরিমান আতপ চাল ক্রয় করতে পারবে। প্রয়োজনে সংগৃহীত ধান হতেও আতপ চাল করা যাবে।

(৪) উক্ত চাল প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া পরিদর্শনকারী (খাদ্য পরিদর্শক/উপ- খাদ্য পরিদর্শক) মিল পরিদর্শনের সময় ''প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলে প্রস্তুত রা হয়েছে দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত প্রতীয়মান হয়'' মর্মে প্রত্যয়নপত্র জারী করবেন। মিলার কর্তৃক এ প্রত্যয়নপত্র এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনাসহ সংগ্রহতব্য চাল সংযুক্ত খাদ্য গুদামে (ডিপোতে) পৌঁছাতে হবে। প্রত্যয়নপত্র ও নমুনা ছাড়া কোন চাল খাদ্য গুদামে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

(৫) **পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী** প্রাপ্ত মোট বরাদ্দকৃত চালের সরবরাহ মূল্যের **২%** (শতকরা দুই ভাগ) টাকা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জামানত হিসেবে জমা গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। জেলা খাদ্য নিয়ম্এক চুক্তিকৃত মিলের অনুকূলে পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করবেন । এর সংগে বরাদ্দকৃত চাল বস্তাবন্দীর জন্য (প্রতিবস্তায় ৫০/৮৫ কেজি হারে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি বস্তার মূল্য বাবদ মিলার কর্তৃক কোন তফসিলী ব্যাংক এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক **এর অনুকূলে** জমা করতে হবে এবং জমার রশিদ সংশিষ্ট গুদাম (ডিপো) কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে।

১০। চাল কলের মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় ঃ

চাল ক্রয় এবং সংগৃহীত ধান মিলিং এর ক্ষেত্রে, খাদ্য অধিদপ্তরের ০১-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখের সপ/সংগ্রহ/ বোরো-১/২০০২-০৩/০২(৫৭৫) নম্বর স্মারকে (সিদ্ধ) জারীকৃত (সংযুক্তি পরিশিষ্ট -'ক') এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০-১০-২০০৩ তারিখের খাম/(স-প)/ নিস্পত্তি-৩/ ৯৪-৩৪৪ নং স্মারকে (আতপ) জারীকৃত (সংযুক্তি পরিশিষ্ট -'খ') পরিপত্র অনুসরণে চাল কল সমূহের **পাক্ষিক মিলিং ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে**।

১১। চাল বরাদ্দ ঃ

মিটারযুক্ত সার্টিফাইড ষ্টীলবয়লার, ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন চিমনী, রাবার শেলার, পলিশার ও সর্টার (Sorter) যুক্ত চালকলগুলো বরাদ্দ পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। যে সকল চালকলে Rubber sheller (রাবার শেলার) ও **Rubber Polisher (রাবার পলিশার)** সংযোজিত আছে সে সকল চালকলকে Incentive (ইনসেনটিভ) হিসেবে অতিরিক্ত ২০% (বিশ পার্সেন্ট) বরাদ্দ দেয়া যাবে। ২০১৪ সালের মধ্যে সকল হাস্কিং মিলে রাবার শেলার ও রাবার পলিশার অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে অন্যথায় সংশ্লিষ্ট চালকল চুক্তি সম্পাদনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক ঘোষিত ক্রয় কেন্দ্রের সংগে সংযুক্ত আগ্রহী মিলারদের মধ্যে স্ব -স্ব মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী উক্ত কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত চাল আনুপাতিকহারে উপ-বরাদ্দ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের প্রাপ্য চালের বরাদ্দ একসংগে প্রদান করতে হবে। কোন ক্রমেই উক্ত প্রাপ্য চালের বরাদ্দ দুই বা ততোধিক দফায় বরাদ্দ প্রদান করা যাবে না । মিলারকে বরাদ্দকৃত চাল অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কোন মিলার চাল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন না করলে/চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহ ব্যর্থ হলে, ঐ মিলের নির্ধারিত পরিমাণ চাল অন্যান্য মিলের মধ্যে জেলা সংগ্রহ কমিটির মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পুনরায় বরাদ্দ করতে পারবেন । তবে, সেক্ষেত্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পূর্ববতী চুক্তির সময়সীমা ব্যতীত অন্যান্য সমন্বয় শর্তাবলী অপরিবর্তিত রেখে সংশিষ্ট চালকল মালিকদেরকে তাদের মিলের পাক্ষিক ক্ষমতা অনুযায়ী ১৫(পনের) দিন সময়সীমা উলেখ পূর্বক নতুনভাবে বরাদ্দকৃত চাল সরবরাহের আদেশ প্রদান করবেন। যদি একই মৌসুমের আওতায় পূর্ববর্তী চুক্তির অনুকূলে প্রদত্ত জামানত ফেরত না দেয়া হয়ে থাকে তাহলে, তা নতুন বরাদ্দের জামানত হিসাবে গণ্য করা যাবে। পূর্ববর্তী চুক্তির জমাকৃত জামানত নতুন বরাদ্দের বিপরীতে যদি সংকুলান না হয়, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট জামানত গ্রহণ করে চাল সরবরাহ নেয়া যাবে । যে পরিমাণ চাল কোন মিলারকে বরাদ্দ দেয়া হবে,

সে পরিমাণ চাল উক্ত মিলার কিস্তিতে জমা দিত পারবে। কিন্ত কোন কিস্তিতে ০৫(পাঁচ) মেঃ টনের কম চাল সরবরাহ করা যাবে না। তবে, শেষ কিস্তিতে ০৫(পাঁচ) মেঃ টনের কম অবশিষ্ট থাকলে, তা তিনি সরবরাহ করতে পারবেন। তাছাড়া যে সকল মিল ০৫(পাঁচ) মেঃ টন বা এর কম বরাদ্দ পাবে তারা বরাদ্দকৃত সমুদয় চাল একবারেই সরবরাহ করবে। সংগ্রহ চলাকালীন সময় সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ মাসে যথাক্রমে অন্ততঃ ১০(দশ) ও ১৫(পনের)টি কার্যদিবসে মিল ও ক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন।

১২। মূল্য পরিশোধ ঃ

এলএসডির ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(OC lSD)/এসএন্ডএমও(S&MO=Storage & Movement Officer)এবং সিএসডির ক্ষেত্রে গুদাম ইনচার্জ (কমপক্ষে উপ-খাদ্য পরিদর্শক এর পদমর্যাদা সম্পন্ন) ক্রয় কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। এলএসডির বেলায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক এবং সিএসডি'র বেলায় সংশিষ্ট ম্যানেজার/সহকারী ম্যানেজার মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। যে সকল উপজেলায় একাধিক ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে, সে সকল উপজেলায় খাদ্য গুদামের বাস্তব অবস্হান বিবেচনা করে, সংশিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে সবগুলো ক্রয় কেন্দ্রের জন্য মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা নিয়োগ না করে, উপজেলা খাদ্য পরিদর্শককেও কোন ক্রয় কেন্দ্রের জন্য মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যাবে। সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার ক্রয় কেন্দ্র সমূহের জন্য পেয়িং ও পারচেজিং অফিসার এবং পেয়িং ব্যাংক নিয়োগ করবেন। তিনি পারচেজিং ও পেয়িং অফিসারদের নমুনা স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নিয়োগকৃত পেয়িং ব্যাংকে প্রেরণ করবেন । সংগৃহীত খাদ্য শস্যের পরিমাণ মেট্রিক পদ্ধতিতে হিসেবে করে ক্রয় কেন্দ্রের গুদামে (ডিপোতে) সংরক্ষণ ও মূল্য পরিশোধ করতে হবে। খাদ্য গুদামের (ডিপোর) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্য পরিদর্শকের প্রত্যয়নপত্র এবং প্রেরিত নমুনার সংগে সংগ্রহতব্য চালের মান যাচাই করবে এবং চালের মান পরীক্ষান্তে বিনির্দেশের মধ্যে আছে এ মর্মে নিশ্চিত হয়ে সকল প্রাপ্তি রেকর্ড যথা ঃ এল.ইউ.এ., খামাল কার্ড, গুদাম (ডিপো) লেজার ইত্যাদি লেখার পর বাস্তব মজুদ যাচাই করে খামালাজাত করার পর ডবিউ.কিউ.এস.সি. ইস্যু করবেন। পেয়িং অফিসার উলিখিত রেকর্ডপত্রসহ সংগৃহীত খাদ্য শস্যের বাস্তব মজুদ এবং বিনির্দেশ যাচাই করে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রনী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা যাবে। ডবিউ.কিউ.এস.সি. নগদায়ন করার সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ (দশ) দিন উলেখ করে দিতে হবে। মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক/ম্যানেজার/সহকারী ম্যানেজার) পরবর্তী কর্মদিবসে ব্যাংক খোলার সংগে সংগে ব্যাংক স্ক্রলের সংগে ডবিউ.কিউ.এস.সি. যাচাই করে বিবরণী তৈরী করতঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক'র নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন এবং এক প্রস্হ ডাকযোগে সরাসরি খাদ্য অধিদপ্তরে পরিচালক (সংগ্রহ) এবং পরিচালক (হিসাব ও অর্থ) এর নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১৩। কর্তন ঃ

উৎসে আয়কর ঃ অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হারে উৎসে আয়কর কর্তন স্থগিত আছে। তবে কর্তনযোগ্য হ'লে উৎসে আয়কর আদায় করতে হবে। সংগ্রহ মৌসুমে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য হলে খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ বাবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের সংশিষ্ট দপ্তর সমূহকে অবহিত করা হবে। কৃষকদের নিকট থেকে সরাসরি ধান ও গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডবিউ.কিউ.এস.সি'র মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য নয়। মূল্য সংযোজন করা বা ভ্যাট ঃ চুক্তিবদ্ধ মিলারকর্তৃক সরবরাহকৃত চালের মূল্য পরিশোধকালে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট কর্তনযোগ্য নয়।

১৪। বস্তা ব্যবহার ঃ

অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ অভিযানে পুরাতন ব্যবহারযোগ্য বস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে। পুরাতন ব্যবহারযোগ্য বস্তা মজুদ থাকা অবস্থায় কোন ক্রমেই নুতন বস্তা ধান, চাল ও গম সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। খালি বস্তার মান উলেখ পূর্বক (নতুন/পুরাতন) গুদামের ষ্টেনসীল প্রদান পূর্বক মিলারকে বস্তা সরবরাহ

করতে হ'বে। মিল থেকে চাল গ্রহণের (ক্রয়কৃত চাল ও মিলিংকৃত ফলিত চালের উভয় ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রে বস্তার একদিকে মিলের নাম ঠিকানা সম্বলিত ষ্টেনসীলের সুস্পষ্ট ছাপা (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে দুই ইঞ্চি) থাকতে হবে। অপরদিক ক্রয় কেন্দ্রের নাম, জেলার নাম, ডবিউ.কিউ.এস.সি'র নম্বর এবং তারিখ অবশ্যই স্পষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে। ষ্টেনসিলের ছাপাবিহীন কোন বস্তা গ্রহণ করা যাবে না। কৃষকের নিকট থেকে ধান ও গম ক্রয়ের সময়ও বস্তায় ক্রয় কেন্দ্রের নাম, জেলার নাম ও ডবিউ.কিউ.এস.সি'র নম্বর ও তারিখ উলেখ করতে হবে।

১৫। **সরঞ্জাম ও প্রচার ঃ**

প্রতিটি ক্রয় কেন্দ্র যথাযথ লোকবল, আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, ওজন যন্ত্র, ত্রিপল, খালি বস্তা ইত্যাদি মজুদ রাখতে হবে। ধান, চাল ও গমের বিনির্দেশ সম্পর্কে মিলার ও কৃষকগণকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। এ ছাড়া প্রতি ক্রয় কেন্দ্রে সর্বসাধারনের দৃশ্যমান জায়গায় দৈর্ঘ্য x প্রস্হ = ২ মিটার x ১.৫ মিটার সাইজের হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে পাষ্টিক রং দিয়ে লেখা সাইনবোর্ডে টাংগিয়ে আমন/বোরো ধান, চাল ও গমের বিনির্দেশ ও সংগ্রহ মূল্য সুষ্ঠুভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ উপজেলার প্রধান প্রধান হাট-বাজারে মাইকিং/ঢোল সহরত করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬। **সংগ্রহের হিসাব ও প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ**

(ক) এল.এস.ডি'র ক্ষেত্রে সংগ্রহ অভিযান চলাকালীন প্রতিদিন নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার অব্যবহিত পর, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ক্রয় কর্মকর্তা সংশিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট তাঁর কেন্দ্রের সংগ্রহ সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী প্রেরণ করবেন এবং এর একটি কপি ডাকযোগে সরাসরি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ক্রয় কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রতিবেদন পাবার পর, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা উপজেলাস্থ ক্রয় কেন্দ্রের সংগ্রহ হিসাব সমন্বয় করে অনতিবিলম্বে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে টেলিফোনে এবং ডাকযোগে সংগ্রহ বিবরণী প্রেরণ করবেন।

(খ) সিএসডি'র ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্ধারিত সময় শেষ হবার পর ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যবস্থাপক সংগ্রহ সংক্রান্ত হিসাব বিবরণী টেলিফোনে এবং ডাকযোগে সরাসরি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবেন ।

(গ) একই দিনে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জেলার সকল উপজেলার সংগ্রহের হিসাব সমন্বয় করে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ও খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএস এন্ড এম বিভাগে ফ্যাক্স ও ডাকযোগে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ একই দিনে (তবে কোন কারণে সম্ভব না হলে অবশ্যই পরের দিন সকাল ১০.০০ ঘটিকার মধ্যে) তার আওতাধীন সকল জেলার সংগ্রহ হিসাব সমন্বয় করে ফ্যাক্স ও ডাকযোগে খাদ্য অধিদপ্তরের এম,আই,এস,এন্ড এম বিভাগে প্রেরণ করবেন। দৈনিক সংগ্রহ তথ্যের একটি প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ সরাসরি সচিব, খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবেন। কোন দিন কোথাও সংগ্রহ না হ'লেও সে ক্ষেত্রে শূণ্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

১৭। **তদারকী পদ্ধতি ঃ**

(ক) সংগ্রহ কালে ক্রয়কারী, মুল্য পরিশোধকারী ও তদারকী কর্মকর্তা অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন, যাতে কোন অবস্হাতেই বিনির্দেশ বহির্ভূত ধান, চাল ও গম ক্রয়ের জন্য ক্রয় কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা সরাসরি দায়ী থাকবেন। বিনির্দেশ মোতাবেক ধান, চাল ও গমের ক্রয় নিশ্চিতকল্পে সংশিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক যথাযথ তদারকি করবেন। বিনির্দেশ মোতাবেক সংগ্রহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কোন প্রকার অনীহা পরিলক্ষিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

(খ) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক(কারিগরী) এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সংগ্রহ শুরু হবার পর থেকে ১৫ (পনের) দিন অন্তর অন্তর সংগৃহীত খাদ্য শস্যের মান ও পরিমাণ সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিশেষণপূর্বক তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও সংশিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। সংগৃহীত পণ্যের মান পরিমাণের সঠিকতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংগ্রহ শুরু হবার পর থেকে প্রতি ২০(বিশ) দিন পর পর পরিচালক সংগ্রহ/ আইডিটিএস বিভাগে লিখিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

১৮। **<u>ধান মিলিং ও পরিবহন</u> ঃ**

(ক) সংগৃহীত ধান মিলিং এর ক্ষেত্রে, খাদ্য অধিপ্তরের ০৫-০৫-২০০৩ তারিখের ডিপি/মিলিং ২০/৮৮ (অংশ-৩)/৩২৩ (৭৫) নম্বর স্মারকে জারীকৃত ধান মিলিং চুক্তির মডেল অনুসরনে ধান ও চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর, সংগৃহীত ধান চুক্তিবদ্ধ মিলের মাধ্যমে প্রয়োজনে ভাংগানো যাবে । ধান মিলিং এর চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রয় কেন্দ্রের নিকটবর্তী আগ্রহী মিলারদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে । মিলিং ক্ষমতা অনুযায়ী কোন মিলারকে এক সংগে ১৫(পনের) দিনের অধিক পরিমাণের বরাদ্দ দেয়া যাবে না । মিলারদের নিকট থেকে বরাদ্দকৃত ধানের মোট সংগ্রহ মূল্যের ১১০% হারে রাষ্ট্রায়ত্ব কোন তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জামানত গ্রহণ করতে হবে । মিলার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবরে উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার দাখিল করতঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের সংগে চুক্তি সম্পাদন করবেন । বরাদ্দ গ্রহনের সময় ধানের মান সর্ম্পকে মিলার নিশ্চিত হবেন । বরাদ্দকৃত ধান মিলার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর উহার মান সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(খ) ধান ছাঁটাইয়ের জন্য সরবরাহকৃত ধানের নমুনা সংশ্লিষ্ট মিলে (যে মিলে ধান ছাঁটাই হবে) এবং খাদ্য গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে ।

(গ) যে মিলের অনুকুলে ধানের বরাদ্দ প্রদান করা হবে, সে মিলে ধান ছাঁটাইয়ের সময় মিল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বরাদ্দের ফলিত চালের ২(দুই)টি নমুনা সংরক্ষণ করতে হবে। এর একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদামে(ডিপোতে) সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপকের নিকট এবং অন্য একটি নমুনা সংশিষ্ট মিলে সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে মিলার প্রাপ্ত বরাদ্দের ফলিত চাল সংশিষ্ট খাদ্য গুদামে (ডিপোতে) আনলে ব্যবস্থাপক/সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পূর্বে রক্ষিত চালের নমূনার সংগে মিলিয়ে বিনির্দেশ সম্মত হলে চাল গ্রহণ করবেন **এবং হিসাবমতে একই মানসম্পন্ন খালি বস্তা গ্রহণ করবেন।**

(ঘ) মিল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা মিল পরিদর্শনের সময় মিলার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলিং করা হয়েছে এবং দৃশতঃ বিনির্দেশ সম্মত মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান নিশ্চিত করবেন ।

(ঙ) <u>ফলিত চাল</u> ঃ মিলিং এর জন্য বরাদ্দকৃত ধান ও ফলিত চালের অনুপাতঃ
আমন ধানঃচাল = ৬০ ঃ ৪১.০৮ (ষাট অনুপাত একচল্লিশ দশমিক শূন্য আট) ।
বোরো ধান ঃ চাল = ৬০ ঃ ৩৯ (ষাট অনুপাত ঊনচল্লিশ)।

(চ) **মিলিং কমিশন ঃ**

(১) হাস্কিং ও মেজর = টাকা ৩০০.০০ (তিনশত টাকা) প্রতি মেঃ টন
(২) স্বয়ংক্রিয় = টাকা ৩৪০.০০ (তিনশত চল্লিশ টাকা) প্রতি মেঃ টন

(ছ) **<u>মিলিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলিত চালের বিনির্দেশ</u>** ঃ এই নীতিমালার ৪ নং অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত চালের বিনির্দেশ মিলিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলিত চালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(জ) **পরিবহন ভাড়া** ঃ সংগৃহীত ধান ছাঁটাইয়ের জন্য মিলার সরকারী খাদ্য গুদাম (ডিপো) হতে মিলে বা মিল হতে খাদ্য গুদামে (ডিপোতে) ধান, চাল ও বস্তা ইত্যাদি নিজে পরিবহন করতে পারবেন । সে ক্ষেত্রে তিনি খাদ্য বিভাগের কাজে জেলার অভ্যন্তরীণ সড়ক পরিবহন ঠিকাদার/নৌ-পরিবহন ঠিকাদার/গুদামে (ডিপোতে) নিযুক্ত শ্রম ঠিকাদারীর জন্য অনুমোদিত দরের মধ্যে যেটি কম হবে, সে দরে ভাড়া প্রাপ্য হবেন । নিজ উপজেলার মধ্যে অনধিক ৫(পাঁচ) কিঃ মিঃ দূরত্বের এবং নিজ উপজেলার বাইরে হলে তফসীল মোতাবেক প্রকৃত ভাড়া পাবেন। ধান ও চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে মিলার কোন পরিবহন ঘাটতি পাবেন না ।

১৯। **সময়সীমা বর্ধিতকরণ** ঃ

গুরুতর বিদ্যুৎ বিভ্রাট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া/বড় ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত যৌক্তিক কারণে মিলারগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যে কয়দিন উপযুক্ত মনে করবেন, ঐ কয়দিন সময়সীমা বর্ধিত করতে পারবেন (চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে)। সংশিষ্ট খাদ্য গুদামে (ডিপোতে) খালি জায়গার অভাবে মিলার চাল জমা দিতে না পারলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক যুক্তিসঙ্গত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন। তবে বর্ধিত সময়সীমা অবশ্যই সংগ্রহ মেয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২০। **জামানত অবমুক্তি** ঃ

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ চালের সরবরাহ যথাযথভাবে শেষ হলে সংগ্রহ সমাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ মিলের হিসাব চূড়ান্ত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিলারের জামানতের টাকা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্ত চুক্তিবদ্ধ কোন মিলের মালিক/কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (যৌক্তিক কারণে অনুমোদিত বর্ধিত সময়সহ) চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ চাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে, তার জামানত ফেরত প্রদান স্হগিত করা হবে। তবে, সংক্ষুদ্ধ পক্ষ সালিশী আইন'২০০১'র আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

২১। **সীমাবদ্ধতা** ঃ খেলাপী চালকল মালিকদের সংগে কোন চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না।

২২। **সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি** ঃ আমন/বোরো ধান, চাল ও গমের সংগ্রহ অভিযান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠিত হবে ঃ

(ক) **জাতীয় কমিটি** ঃ

মাননীয় মন্ত্রী	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
মাননীয় মন্ত্রী	কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব	খাদ্য বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
মহাপরিচালক	খাদ্য অধিদপ্তর	সদস্য
মহাপরিচালক	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট	সদস্য
যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)	খাদ্য বিভাগ,খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়	সদস্য -সচিব

কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) জারীকৃত নীতিমালার আওতায় ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ।

(২) ধান, চাল ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে, তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্র তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) **বিভাগীয় কমিটিঃ**

বিভাগীয় কমিশনার	সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সভাপতি
অতিঃ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সদস্য
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য বিভাগ	সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে অনধিক দু'জন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন ।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) জারীকৃত নীতিমালর আওতায় ধান, চাল ও গম সুষ্ঠুভাবে সংগৃহীত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ।

(২) ধান, চাল ও গম সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্হা গ্রহণ ।

(গ) জেলা কমিটি ঃ

জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ	ঃ	উপদেষ্টা
জেলা প্রশাসক	ঃ	সভাপতি
উপ-পরিচালক , কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
জেলার চাল কল মালিক সমিতির সভাপতি (যদি থাকে)	ঃ	সদস্য
কৃষক প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য (সভাপতি কতৃক মনোনীত)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য বিভাগ	ঃ	সদস্য-সচিব

কমিটির সভাপতি সূধী নাগরিকদের মধ্য হতে ০২(দুই)জন এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে আরও ০২(দুই)জন কর্মকর্তাকে এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন । চাল কল মালিক সমিতির সভাপতিকে অবশ্যই চাল কল মালিক হতে হবে ।

(ঘ) **উপজেলা কমিটি ঃ**

১ ।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	ঃ	উপদেষ্টা
২ ।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	ঃ	উপদেষ্টা
৩ ।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	ঃ	সভাপতি
৪ ।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
৫ ।	উপজেলা চাল কল মালিক সমিতির সভাপতি (যদি থাকে)	ঃ	সদস্য
৬-৭ ।	সমাজের ২ (দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি	ঃ	সদস্য
৮-৯ ।	উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ২ (দুই) জন	ঃ	সদস্য
১০ ।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	ঃ	সদস্য - সচিব

কমিটির সভাপতি সমাজের ২ (দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে সুধী নাগরিকদের মধ্য হতে ২ (দুই) জন {শিক্ষক (স্কুল/কলেজ) এবং মসজিদের ইমাম} এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে আরও ২ জন কর্মকর্তাকে এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারবেন। চাল কল মালিক সমিতির সভাপতিকে অবশ্যই চাল কল মালিক হতে হবে।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) জারীকৃত নীতিমালার আওতায় ধান ও চাল সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ এবং সংগ্রহ সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করণ।

(২) কোন এলএসডি'র সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে, উপজেলার এলএসডি সমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয়করণ।

(৩) সংগ্রহ কাজের তত্ত্বাবধান এবং ক্রয় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন। পরিদর্শনকালে কোন প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সংগ্রহ কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রস্তাব করবে।

২৩। **নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ঃ**

আমন/বোরো ও গম সংগ্রহ সম্পর্কিত যে কোন ধরণের জরুরী তথ্যাবলী আদান-প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও খাদ্য অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে প্রতিদিন সকাল ৮-০০ টা থেকে দিনের সংগ্রহ প্রতিবেদন সকল পর্যায়ে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু থাকবে। অনুরূপভাবে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে চালু থাকবে।

২৪। সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে।

২৫। অবিলম্বে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

(খন্দকার আতিয়ার রহমান)
যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ)
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
e-mail: jsprocurement@fd.gov.bd